উল্লেখ আছে। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরং" শ্রীভগবদ্গীতায় ৮।৩ শ্লোকে উল্লিখিত অক্ষর শব্দে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মের সাম্মুখ্যরূপে জ্ঞানরূপ উপাসনার কথাও—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

শ্রীভগবদ্গীতায় ৮।১১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইপ্রকার পরমাত্মতত্ত্বের সংবাদ ও "পুরুশ্চাধিদৈবতম্" এবং "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর" এই দুইটি প্রকারভেদে বিরাট ও ব্যষ্টিরূপ অধিষ্ঠান ভেদে ভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ বিরাড্রূপে পুরুষ পরমাত্মাকে অধিদৈবত বলিয়া এবং ব্যষ্টিরূপে অধিষ্ঠানরূপে অধিযজ্ঞ বলিয়া দুই প্রকার ভেদরূপে পরমাত্মরূপের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ দুই প্রকার পরমাত্মস্বরূপের উপাসনারূপা ভক্তির রীতি দুই প্রকার হইলেও এক প্রকারই দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

হে অর্জ্জুন! অভ্যাসযোগে অনন্যগামী যুক্তচিত্তে অলৌকিক পরম-পুরুষকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে সেই পরমপুরুষকেই লাভ করিয়া থাকে। এই একটি পরমাত্মস্বরূপপ্রাপ্তির উপাসনারূপ ভক্তির রীতি দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী অধিদৈবত-পুরুষাখ্যপরমাত্মস্বরূপের প্রাপ্তির উপাসনারূপা ভক্তির এই একটি প্রকারভেদ। "কবিং পুরাণমনু-শাসিতারং"—এই শ্লোকে ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী পুরুষাখ্যপরমাত্মস্বরূপের উপাসনা-রূপা ভক্তির দ্বিতীয় প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে। এ স্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—একই পরমাত্মস্বরূপ অবস্থাভেদে তিন প্রকারে অভিব্যক্ত হয়েন। এক মায়ান্তর্য্যামী—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, ইহারই অপর নাম কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়—সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী, ইহারই অপর নাম গর্ভোদশায়ী সমষ্টিরূপ ব্রহ্মান্তর্য্যামী। তৃতীয়—ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী, ইহারই অপর নাম ক্ষীরোশায়ী শ্রীবিষ্ণু। তন্মধ্যে সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী পরমাত্ম-স্বরূপের উপাসনারূপ ভক্তির প্রকারভেদ "অভ্যাসযোগযুক্তেন" শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী পুরুষের উপাসনারূপ-ভক্তির ভেদ "কবিং পুরাণমনুশাসিতার" শ্লোকে দেখান হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনটি রূপের কথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।